154850 - শাবানী বদিাত

প্রশ্ন

দক্ষণি এশয়িার অনকে মুসলমান শাবানী নামে যে অনুষ্ঠানগুলো পালন করে সগেুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কোন কোন মুসলমি শাবান মাসরে মধ্যবর্তী দনি (১৫তম দনি) উদযাপন করে থাকে। এই দনিে তারা রোযা রাখে, রাতে নামায আদায় কর। এ বষিয়ে হাদসি বর্ণতি আছ; কন্তিু সটেি সহহি নয়। এ কারণে আলমেগণ এই দনি উদযাপনকে বদিাত হসিবেে গণ্য করছেনে। শাতবেী (রহঃ) বলনে: "সুতরাং বদিাত হচ্ছে দ্বীনি বষিয়ে নব উদ্ভাবতি এমন এক পথ যা শরয়ি পথরে প্রতদ্বিন্দ্বী; এ পথ অনুসরণরে উদ্দশ্যে হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে অতরিঞ্জন...। এর মধ্যে রয়ছেে নর্দিষ্টি পদ্ধতি ও কাঠামোর অনুসরণ। যমেন— সম্মলিতিভাবে এক সুরে যকিরি করার পদ্ধতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মদনিকে ঈদ (উৎসব) হসিবেে উদযাপন করা ও এ ধরণরে অন্যান্য উৎসব। এর মধ্যে রয়ছেে নর্দিষ্টি কছিু সময়ে নর্দিষ্টি কছিু ইবাদত পালন করা; শরয়িতে এমন কোন নর্দিষ্টিতার দললি পাওয়া যায় না। যমেন— মধ্যবর্তী শাবানরে দনিে রোযা রাখা ও রাতে নামায আদায় করা।"[আল-ইতসিাম (১/৩৭-৩৯) থকেে সমাপ্ত]

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আস-শুকাইরী বলনে: "ইমাম আল-ফাতনি 'তাযকরিাতুল মাওযুআত' গ্রন্থে বলনে: মধ্যবর্তী শাবানরে রাতে হাজার রাকাত নামায পড়ার যে বদিাত উদ্ভাবন করা হয়ছে: জামাতরে সাথে সূরা ইখলাস দয়িে একশ রাকাত দশ দশবার। তারা এ নামাযকে জুমার নামায ও ঈদরে নামাযরে চয়েে বশেি গুরুত্ব দয়িে থাকে। অথচ এর সপক্ষে কোন হাদসি বা আছার (সাহাবীর উক্তি) আসনে। তবে 'আল-কুত'-এর গ্রন্থাকার ও 'ইহইয়া'-এর গ্রন্থাকার কংিবা অন্য কোন গ্রন্থাকাররে উল্লখে করা দ্বারা বভি্রান্ত হওয়া যাবে না। তাফসরিে ছালাবীতে এ রাতকে লাইলাতুল ক্বাদর হসিবেে উল্লখে করার দ্বারাও বভি্রান্ত হওয়া যাবে না।"[সমাপ্ত]

ইরাক্বী বলনে: "মধ্যবর্তী শাবানরে হাদসি বাতলি। ইবনুল জাওযি ঐ হাদসিটি 'আল-মাওযুআত' (জাল হাদসিরে সংকলন)-এ উল্লখে করছেনে। মধ্যবর্তী শাবানরে রাতে নামায ও দোয়া শীর্ষক অধ্যায়: "মধ্যবর্তী শাবানরে রাত উপনীত হলে তোমরা রাতে নামায পড়বে এবং দনিে রোযা রাখব।"[এ হাদসিটি ইবনে মাজাহ আলী (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছেনে। হাশয়িাকার বলনে: 'আল-যাওয়ায়দে' গ্রন্থে বলা হয়ছেে এর সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনে আবু বুসরা দুর্বল হওয়ার কারণে। তার ব্যাপারে

আহমাদ ও ইবনে মায়ীন বলছেনে সে হাদসি জাল করে।"[সমাপ্ত]

বপিদ মুসবিত দূর হওয়া, আয়ু দীর্ঘ হওয়া ও মানুষ থকেে অমুখাপক্ষেী হওয়ার নয়িতে মধ্যবর্তী শাবানে ৬ রাকাত নামায পড়া এবং নামাযরে মাঝে মাঝে সূরা ইয়াসনি তলোওয়াত করা ও দোয়া করা নঃিসন্দহেে দ্বীন ইসলামে অভনিব বষিয় এবং সাইয়্যদেুল মুরসালনিরে আদর্শরে বরখলোফ। আল-ইহইয়া গ্রন্থরে ব্যাখ্যাকার বলনে: "উত্তরসূরী সূফীদরে গ্রন্থে এ নামাযরে উল্লখে মশহুর। কন্িতু এ নামাযরে ও দোয়ার সমর্থনে আমি সুন্নাহতে কোন সহহি দললি দখেনি; এটি সূফী শাইখদরে আমল। আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলছেনে: উল্লখেতি রাতগুলোর কোন একটতিে ইবাদত করার জন্য মসজদিে কংিবা অন্য কোথাও একত্রতি হওয়া মাকরুহ।

আন-নাজম আল-গাইত্বি'মধবর্তী শাবানরে রাতে জামাতরে সাথে নামাযরে পদ্ধতি-এর ব্যাপারে বলনে: "হজিাযরে অধকিাংশ আলমে এটাকে অস্বীকার করছেনে। তাদরে মধ্যে রয়ছেনে— আতা, ইবনে আবু মুলাইকা, মদনিার ফকীহগণ, ইমাম মালকেরে ছাত্রগণ। তারা বলনে: এগুলো সব বদিাত। এ নামায জামাতরে সাথে আদায়রে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে কংিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থকেে কোন কছিু সাব্যস্ত হয়নি। নববী বলনে: রজব ও শাবান মাসরে নামায গর্হতি ও নন্দিতি দু'টি বদিাত।"[আস-সুনান ওয়াল মুবতাদাআত (পৃষ্ঠা-১৪৪) থকেে সংকলতি]

আল-ফাতনি (রহঃ) তার উপরোল্লখেতি বক্তব্যরে পর বলনে: "এ নামাযরে কারণে সাধারণ মানুষ মহা ফতিনাগ্রস্ত হয়ছে।ে এর কারণে অনবিার্য হয়ছে ব্যাপক আগুন জ্বালানো, এর প্রক্ষেতিে গুনাহর কাজ ও হারাম কাজ অনবিার্য হয়ছে;ে যা বর্ণনাতীত। এমন কি আউলয়িাগণ এই নামাযরে দনিক্ষণে ভূমি ধ্বসরে আযাবরে ভয়ে নর্িজন জায়গায় পালয়িে যতেনে। এ নামাযরে বদিাত সর্বপ্রথম চালু হয় ৪৪৮ হজিরীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে। যায়দে বনি আসলাম বলনে: আমরা আমাদরে শাইখ ও ফকীহদরে মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যনিি শবে বরাতরে দকিে ভ্রূক্ষপে করতনে, কংিবা অন্য রাতরে উপর এ রাতকে মর্যাদা দতিনে। ইবনে দহিইয়া বলনে: শবে বরাতরে হাদসিগুলো মাওযু (বানোয়াট)। একটি হাদসি মাকতু। যে ব্যক্তি এমন কোন হাদসিরে উপর আমল করে যে হাদসিরে ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়ছে যে,ে এটি মথি্যা সে ব্যক্তি শয়তানরে খাদমে।"[আল-ফাতনরি রচতি "তাযকরিাতুল মাওযুআত" পৃষ্ঠা-৪৫ থএেক সমাপ্ত]

আরও জানতে দখেুন: ইবনুল জাওযরি "আল-মাওযুআত" (২/১২৭), ইবনুল কাইয়্যমে এর "আল-মানার আল-মুনীফ ফসি সাহীহ ওয়ায যায়ীফ" (পৃষ্ঠা-৯৮), আস-শাওকানীর "আল-ফাওয়ায়দে আল-মাজমুআ" (পৃষ্ঠা-৫১)।

কছিু কছিু মানুষ শাবান মাসরে শষে দনিগুলোকে "শাবানী" আখ্যায়তি করে থাকনে। তারা বলনে: এ দনিগুলো খাওয়া-দাওয়াকে বদিায় জানানোর দনি। তাই রমযান মাস প্রবশে করার পূর্বে এ দনিগুলোকে তারা খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ হসিবেে গণ্য করনে। আর কছিু কছিু ভাষাবদি উল্লখে করছেনে য,ে এটি খ্রস্টিানদরে থকেে গৃহীত। কারণ খ্রস্টিানরো তাদরে "উপবাস" পালন কাছাকাছি আসলে এমনটি করত।

সারকথা হল: শাবান মাসে উদযাপনরে কছিু নাই। শাবান মাসরে মধ্যবর্তীতে কংিবা শষেদকিে বশিষে কোন ইবাদত নাই। এ ধরণরে কছিু করা বদিাত ও গর্হতি কাজ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।